কলকাতা হাই কোর্ট

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি সেন

অর্চনা চক্রবর্তী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

ডব্‌লু পি এ ১৫০৮৪, 28/11/2022 তারিখে নিষ্পন্ন

ভারতের সংবিধান অনুচ্ছেদ ২২৬ এবং ৩১১ - চাকুরির পরিসমাপ্তি - বৈধতা - অস্থায়ী ভিত্তিতে সঙ্গীত প্রশিক্ষকের পদ - যে কারণে রাজ্য একাডেমির কার্যক্রম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বাদীর চাকুরির পরিসমাপ্তি ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কারণ একাডেমির পাঠ্যক্রমের জন্য স্বীকৃত বোর্ডের কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি, সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে - যুক্তিসঙ্গত প্রশাসনিক ভিত্তিতে চাকুরির পরিসমাপ্তি, শাস্তির কারণে নয়, তাই 311 অনুচ্ছেদের অনুপালন বাধ্যতামূলক ছিল না - চাকুরির পরিসমাপ্তি, যথাযথ।

(অনুচ্ছেদ ৯,১০,১১)

উল্লেখিত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**
এ আই আর অনলাইন ২০০১ এসসি ১১৯	অনু নং। (৮)
এ আই আর অনলাইন ১৯৯৬ এসসি ৮৫৩	অনু নং। (৭)
১৯৯১ এ আই আর এসসিডব্লিউ ৭৯৩	অনু নং (৭)
এ আই আর ১৯৮৭ এসসি ২৪০৮:১৯৮৮ ল্যাব আইসি ৫৬ (এসসি)	প্যারা নং (৭)

আইনজীবীদের নাম

বাদিপক্ষের আইনজীবী নির্মাল্য দাশগুপ্ত, আর. এল মিত্র, শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা ধর ; বিবাদী পক্ষের আইনজীবী সন্দীপন ব্যানার্জি, পিনাকি রঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীমতি উৎসা দত্ত, শ্রীমতি পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্ত দেব রায়, সুব্রত গুহ বিশ্বাস।

আদেশঃ_

1. ভারতের সংবিধানের 226 অনুচ্ছেদের অধীনে এই রিট পিটিশনে রিট আবেদনকারী বিবাদী পক্ষ নং ৩ হাওড়া পৌর নিগমের (এরপরে সংক্ষেপে 'কর্পোরেশন' হিসাবে উল্লিখিত) কমিশনার কর্তৃক জারি করা ২৮.৬.২০২১ তারিখের চাকুরি পরিসমাপ্তির চিঠি কার্যকর না করার জন্য একটি আদেশের চেয়ে অনুরোধ করেছেন এবং একই সাথে তিনি যে পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল সেখানে তাকে পুনর্বহাল করার জন্য যথাযথ আদেশের জন্য অনুরোধ করেছেন।

2. বর্তমান রিট পিটিশন দাখিলের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ_

i. আবেদনকারীকে ১৫.১০.২০১৫ থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে হাওড়া সঙ্গীত ও নৃত্য একাডেমিতে সঙ্গীত প্রশিক্ষক হিসাবে ১৪.১০.২০১৫ তারিখের একটি নিয়োগ পত্র জারি করে কর্পোরেশন দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছিল।

ii. আবেদনকারী ১৭.১০.২০১৫ তারিখে এই পদে যোগ দিয়েছেন।

iii. যোগদানের আগে তার পূর্ববর্তী নিয়োগকর্তা অর্থাৎ লস্করপুরের রবীন্দ্র বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস-এর সভাপতি ১৬.১০.২০১৫ তারিখে লিয়েন দ্বারা তাকে পূর্বোক্ত পদে যোগদানের অধিকার প্রদান করেন।

iv. রিট আবেদনকারীর চাকুরি বিবাদী নং ৩/কর্পোরেশন দ্বারা ২৮.৬.২০২১ তারিখের একটি চিঠি জারি করে পরিসমাপ্ত করা হয়েছিল যা এই রিট পিটিশনের বিচার্য।

3. বর্তমান রিট পিটিশনের সমর্থনে রিট আবেদনকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী পেশ দিয়েছেন যে ২৮.৬.২০২১ তারিখের বরখাস্ত করার বিচার্য চিঠিতে বিবাদী নং ৩/কর্পোরেশন একটি তুচ্ছ কারণ নির্ধারণ দেখিয়েছেন যে, যে ফ্ল্যাটটিতে উক্ত একাডেমিটি চলছিল তাঁর ভাড়াটিয়া শেষ হয়ে গেছে যেখানে , তাই উক্ত একাডেম্রি কাজ বন্ধ হয়ে যাবে সুতরাং রিট আবেদনকারীর পরিষেবার আর প্রয়োজন ছিল না।বিবাদী পক্ষ নং ৩, ৪ এর পক্ষ থেকে দাখিল করা হলফনামার দিকে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে কর্পোরেশনের বিরোধী হলফনামায় স্বীকার করা হয়েছে যে উক্ত একাডেমিটি এখনও ১৪, গোপাল লাল চক্রবর্তী লেন, ব্যুরো নং ৫ এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।আবেদনকারীর দায়ের করা সম্পূরক হলফনামার উপর নির্ভর করে, এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে একাডেমির সাথে যুক্ত অন্যান্য কর্মীদের ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের অন্যান্য অফিসে স্থান দেওয়া হয়েছে যা সম্পূরক হলফনামায় সংযুক্ত নথি থেকে স্পষ্ট হবে।এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, বিবাদী কর্পোরেশন এবং তার কর্তৃপক্ষ দুমুখো অবস্থান নিয়েছিল যা আইনে অনুমোদিত নয়।অতঃপর যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে রিট পিটিশনের প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ আদেশ দেওয়া যেতে পারে।

4. শুনানির সময় রাজ্য/ বিবাদী পক্ষ ১এর বিজ্ঞ উকিল অতিরিক্ত সরকারি অধিবক্তাকে লিখিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দপ্তরের যুগ্ম সচিবের ১৪.৩.২০২২ তারিখের ৮৯২(২) - আই সি এ (এন) সংখ্যক একটি চিঠি হস্তান্তর করেছেন যাতে নিম্নলিখিত বক্তব্য লেখা হয়েছেঃ

1. এই বিভাগটি কখনই 'হাওড়া সঙ্গীত-নৃত্য একাডেমির' গঠন এবং কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

2. হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের উকিল স্বীকার করেছেন, যেমনটি কলিকাতা হাইকোর্টের ২৮.৯.২০২২. জারি করা আদেশের 4 নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সরকারের নীতির অধীনে অ্যাকাডেমিটি একটি অস্থায়ী উদ্যোগ হিসাবে শুরু হয়েছিল।রাজ্য সরকার এই ধরনের প্রকল্প অনুমোদন করেনি এবং তাই সঙ্গীত বিদ্যালয়ের বন্ধ হয়ে যায়।";

তাঁর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, উক্ত অ্যাকাডেমিটি অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ শুরু করে এবং রাজ্য সরকার এই ধরনের প্রকল্প অনুমোদন করেনি এবং তাই উক্ত অ্যাকাডেমির অস্তিত্ব এখন শেষ হয়ে গেছে।

5. বিবাদী পক্ষ নং ৩,৪,৫ অর্থাৎ কর্পোরেশন এবং তার কর্তৃপক্ষের উকিল তার সওয়ালে বিবাদী নং ৩/ কর্পোরেশনের কমিশনার দ্বারা জারি করা ১৪.১০.২০১৫ তারিখের নিয়োগ পত্রের দিকেও এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে উক্ত নিয়োগপত্র থেকে এটি প্রকাশ পাবে যে আবেদনকারীর নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী ভিত্তিতে করা হয়েছে।আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, নিয়োগের এই ধরনের অস্থায়ী প্রকৃতির কারণে, রিট আবেদনকারী উক্ত চাকরিতে স্থায়ীত্ব এবং/অথবা নিশ্চিতকরণ এবং/অথবা অব্যাহত থাকার কোনও অধিকার দাবি করতে পারবেন না।আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাডেমির উপরোক্ত অস্থায়ী প্রকল্পটিকে নীতিগত সিদ্ধান্ত হিসাবে আর অনুমোদন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই বর্তমান রিট পিটিশনটি অবশ্যই অসার।

6. এই আদালতের বিবেচনাধীন দৃষ্টিতে বর্তমান রিট পিটিশনের যথাযথ বিচারের জন্য অস্থায়ী কর্মচারীর অধিকারের বিষয়ে কিছু প্রকাশিত রায়ের দিকে নজর দেওয়া খুব

প্রয়োজন।

7. রবীন্দ্র কুমার মিশ্র বনাম স্টেট হ্যান্ডলুম কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যজন (১৯৮৭) Supp. SCC 739-এ (AIR 1987 SC 2408) প্রকাশিত রায়ে সুপ্রিম কোর্ট অস্থায়ী কর্মচারীর একটি **মামলা পরিচালনা করার সময়** নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেঃ- "......

5 এটা তর্কসাপেক্ষ নয় যে সাময়িক পরিষেবা নোটিশ দ্বারা বাতিল করা যেতে পারে।আপিলকারীর ক্ষেত্রে নিয়োগের আদেশে এটি সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এক মাসের নোটিশ বা নোটিশের পরিবর্তে বেতন প্রদানের মাধ্যমে উভয় পক্ষই এই ধরনের পরিসমাপ্তি কার্যকর করতে পারে।

.....

"আরেকটি প্রকাশিত রায়ে স্টেট অফ ইউ পি বনাম কৃষ্ণ কুমার শর্মা (1997) 11 এস. সি. সি 437-এ পুনরাবৃত্তি করেছেনঃ- "......

2. আইনে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলির প্রসঙ্গে এই আদালত উ. প্র. রাজ্য বনাম কৌশল কিশোর শুক্লার মামলায় (1991 এ. আই. আর এস. সি. ডব্লিউ 793) **উল্লেখ করেছেঃ (এস. সি.** সি পিপি ৬৯৭-৯৮, অনুচ্ছেদ ৬ এবং ৭) চাকুরি সংক্রান্ত আইনী অধিকারের প্রশ্নে কোনও অস্থায়ী কর্মচারীর পদাধিকারী হওয়ার কোনও অধিকার নেই এবং তার চাকুরি প্রাসঙ্গিক বিধি এবং চাকুরির চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে সমাপ্ত হতে পারে।যদি চরিত্রপঞ্জির নথি পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা কোনও কর্মচারীর বিরুদ্ধে করা অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে কর্মচারী সেই চাকুরির জন্য উপযুক্ত নয় যার ফলে অস্থায়ী কর্মচারীর চাকুরি বাতিল করা হয়, তবে এই ধরনের বরখাস্তের আদেশে কোনও ব্যতিক্রম প্রণিধানযোগ্য নয়।

একজন অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীর পদাধিকারী হওয়ার কোনও অধিকার নেই, চাকুরির পরিসমাপ্তির জন্য প্রদত্ত চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে বা অস্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের শর্তাবলীর নিয়ন্ত্রণকারী প্রাসঙ্গিক বিধিবদ্ধ নিয়মের অধীনে কোনও কারণ উল্লেখ না করে এক মাসের নোটিশ দিয়ে চাকুরি বাতিল করা যেতে পারে।

সেই ক্ষেত্রে ১৯৭৭-'৭৮ সালে একটি বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল যে কর্মচারীর কাজ খারাপ ছিল এবং তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত এবং কাজে আগ্রহ দেখাতে হত এবং কর্মচারীটির এক্তিয়ার-বহির্ভূত অডিট সম্পর্কিত একটি অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তের প্রতিবেদন ছিল। এই আদালত রায় দিয়েছে যে, এই পরিস্থিতিতে কর্মচারীর চাকরিচ্যুতিকে শাস্তিমূলক ধরে নেওয়া যাবে না যাতে সংবিধানের ৩১১ (২) অনুচ্ছেদের প্রশ্ন আসে। "

8. অন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট ফেডারেশন অফ কুপ স্পিনিং মিলস লিমিটেড এবং অন্যজন বনাম পি ভি. স্বামীনাথন (2001) 10 এস. সি. সি 83-এ রিপোর্ট এ (এ. আই. আর **অনলাইন 2001 এস. সি** 119) মাননীয় শীর্ষ আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আক্ষরিক অর্থে পুনর্বর্নিত হল ঃ- ".......

3. আইনি অবস্থান সুস্পষ্ট ভাবে স্থির করা হয়েছে যে কোনও অস্থায়ী কর্মচারী বা প্রবেশনার বা এমনকি কোনও মেয়াদী কর্মচারীর বরখাস্তের আদেশে কোনও অপবাদ ব্যাতীত আদালত

হস্তক্ষেপ করতে পারে না।কিন্তু আদালতের এটা দেখতে কোন বাধা নেই যে আলোচ্য পরিস্থিতি, অর্থাৎ বরখাস্তের আদেশ জারি করার আগের পরিস্থিতিগুলি দেখে অযোগ্যতার অভিযোগ আসলেই পরিসমাপ্তির আদেশের উদ্দেশ্য ছিল কিনা বা সেই আদেশের মূলে ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা।আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, আদেশটি আসলে উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে অবশ্যই আদেশটিতে হস্তক্ষেপ করা হবে না, কিন্তু আদালত যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে তথাকথিত অযোগ্যতাই সমাপ্তির আদেশ পাস করার মূলে, তাহলে স্পষ্টতই এই ধরনের আদেশকে অবশ্যই শাস্তিমূলক বলে গণ্য করা হবে এবং তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে কারণ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি।

9. উপরোক্ত আইনী বিষয়গুলি মাথায় রেখে এই আদালত এখন এই আদালতের সামনে রাখা তথ্যগত উপাদানগুলি দেখতে চায়বিবাদী নং ৩/কর্পোরেশন দ্বারা জারি করা ১৪.১০.২০১৫ তারিখের চিঠিটি পর্যালোচনার করে দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান রিট আবেদনকারীকে সাময়িকভাবে পূর্বোক্ত একাডেমিতে ৩২০০০/- টাকার মাসিক একীভূত বেতনে সঙ্গীত প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

" বিবাদী নং ৩/কর্পোরেশনের ব্যক্তিগত আধিকারীক (ভারপ্রাপ্ত) দ্বারা জারি করা ২৮.৬.২০২১ তারিখের চিঠি থেকে দেখা যায় যে কর্তৃপক্ষ তার উক্ত চিঠিতে স্পষ্টভাবে ব্যাক্ত করেছে যে

যেহেতু একাডেমির পাঠ্যক্রমের জন্য কোনও স্বীকৃত বোর্ডের অনুমোদন নেওয়া হয়নি, তাই বিবাদী/কর্পোরেশন উক্ত একাডেমিটি আর না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।২৮.৬.২০২১ তারিখের উক্ত চিঠি থেকে আরও প্রকাশ যে উপরোক্ত পরিস্থিতির কারণে, বর্তমান আবেদনকারীকে জানানো হয়েছিল যে তার পরিষেবার আর প্রয়োজন নেই।স্বীকার্য যে, অ্যাকাডেমিটি আর পরিচালনা না করার জন্য বিবাদী নং ৩/কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত যার জন্য পর্যাপ্ত কারণ দেখানো হয়েছে এবং এই আদালতের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া বিবাদী নং ৩এর কাছে অন্য কোনও বিকল্প নেই যে কথা ১৪.৩.২০২২ তারিখের চিঠিতে জানানো হয়েছে।

10. ২৮.৬.২০০১ তারিখের পরিসমাপ্তির চিঠি থেকে আরও প্রকাশ যে বিবাদী নং ৩/কর্পোরেশন এর চিঠিতে আবেদনকারীর উপর কোনও অপবাদ চাপানো হয়নি, সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে এক্ষেত্রে আবেদনকারীর চাকরির পরিসমাপ্তি শাস্তিমূলক ছিল যার জন্য সংবিধানের ৩১১ (২) অনুচ্ছেদের বিধানগুলি পালনীয় ছিল।

11. এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত বিবেচনা করে যে, রিট আবেদনকারীর চাকরি বাতিল করার জন্য বিবাদী নং ৩/কর্তৃপক্ষ এবং বিবাদী নং ১/রাজ্য যথেষ্ট কারণ দেখিয়েছেন।এই আদালতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু রিট আবেদনকারী একজন অস্থায়ী কর্মচারী, তাই উপরে উল্লিখিত সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তিনি তাঁর বিশেষ ধরনের নিয়োগের -- অর্থাৎ অস্থায়ী নিয়োগের -- কারণে উক্ত পদের উপর কোনও অধিকার দাবি করতে পারবেন না। সুতরাং রিট আবেদনকারীকে এমন অবস্থান নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না যে তার সমাপ্তি আইনানুগ নয়।

12. একাডেমির কিছু কর্মীকে অন্য জায়গায় স্থান দেওয়া হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য এই আদালতে কিছু উপকরণ পেশ করা হয়েছে কিন্তু বিবাদী নং ৩এর এই সিদ্ধান্ত বর্তমান রিট আবেদনকারীকে বিবাদী নং ৩/কর্পোরেশনের অন্য কোনও পদে স্থান দেওয়ার কোনও অধিকার দেয় না।

13. উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত বর্তমান রিট পিটিশনে কোনও সারবত্তা দেখতে পাচ্ছে না।সেই অনুযায়ী বর্তমান রিট পিটিশন খারিজ করা হল।

14. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত নকল , যদি আবেদন করা হয়, তা প্রচলিত নিয়মকানুন পালনের পর সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরকে দেওয়া হবে।

পিটিশন খারিজ করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।